গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্মারক নং- ৩৪.০০.০০০০.০৪১.২৬.০০২.১৫. ৮৮২

তারিখ ঃ ১৫-০৫-১৪২৪ বঙ্গাব্দ / ৩০-০৮-২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ।

বিষয় ঃ জুলাই/২০১৭ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

২৪-০৮-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের জুলাই/২০১৭ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী এসংগে প্রেরণ করা হলো। কার্যবিবরণীতে কোন সংযোজন/বিয়োজন থাকলে কার্যবিবরণী পাওয়ার ৩ কর্মদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানাতে অনুরোধ করা হলো।

০২। সমন্বয় সভায় গৃহীত তাঁর অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থা/শাখার সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন এবং অনিস্পন্ন বিষয়সমূহের তালিকা পরবর্তী সমন্বয় সভায় আলোচনার নিমিত্ত আগামী ১০-০৯-২০১৭ তারিখ অফিস চলাকালীন সময়ের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে।

৩০/৮/১৭
(মোহাম্মদ আবদুল আওয়াল)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৭৫৫০৫

বিতরণ ঃ কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতা ক্রমানুসারে নয়)

১। মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, বিকেএসপি, ঢাকা।
৩। যুগ্ম-সচিব(সকল), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।
৪। পরিচালক, ক্রীড়া পরিদপ্তর, ঢাকা।
৫। সচিব, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা।
৬। সচিব, বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন, ঢাকা।
৭। জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী।
৮। উপ-সচিব (সকল), উপ-প্রধান, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৯। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১০। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, সচিবালয় ভবন, ৩য় ফেজ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১১। মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১২। সিনিয়র সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান............................, সহকারী প্রধান/ সহকারী সচিব..................... /সহকারী প্রোগ্রামার..................... , যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৩। জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, পটুয়াখালী।
১৪। উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, পটুয়াখালী।
১৫। জেলা ক্রীড়া অফিসার, পটুয়াখালী।
১৬। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের জুলাই/২০১৭ এর মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : জনাব মো: আসাদুল ইসলাম
সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
তারিখ : ২৪ আগস্ট, ২০১৭
সময় : বেলা ১১:০০ টা
স্থান : মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নং-৫০২, ভবন নং-৭)।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের নামের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক'-তে সন্নিবেশিত হলো।

সভার প্রারম্ভে সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সমন্বয় সভায় যুব প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও জেলা পর্যায়ে ক্রীড়া বিষয়ক কার্যক্রমের অগ্রগতি আলোচনার জন্য জেলা প্রশাসন, পটুয়াখালী এর সাথে ভিডিও কনফারেন্স এর আয়োজন করা হয়। উক্ত ভিডিও কনফারেন্স এ উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, পটুয়াখালী ও জেলা ক্রীড়া অফিসার, পটুয়াখালী অংশগ্রহণ করেন।

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
(১) গত ২৭-০৭-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন।	গত ২৭-০৭-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংযোজন বিয়োজন আছে কিনা সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।	
(২) ভিডিও কনফারেন্স	সভাপতির অনুমতিক্রমে এ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব মো: ওমর ফারুক, এনডিসি ভিডিও কনফারেন্স সঞ্চালন করেন। ভিডিও কনফারেন্স এ সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সূচনা বক্তৃতায় ভিডিও কনফারেন্স এ যোগদানরত সকলকে শুভেচ্ছা জানান। তিনি জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী-কে উদ্দেশ্য করে যুব প্রশিক্ষণ ও খেলাধুলার কার্যক্রম বিষয়ে অবগত করার জন্য অনুরোধ করেন। এ প্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসক সরাসরি কথা বলার সুযোগ দেয়ার জন্য সভাপতিকে ধন্যবাদ জানান এবং তিনি জানান যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপপরিচালক ও জেলা ক্রীড়া অফিসার উপস্থিত আছেন। তাঁরা যুব এবং খেলাধুলা সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত করবেন। জেলা প্রশাসক জেলা ক্রীড়া সংস্থার মেয়াদ উত্তীর্ণ কমিটির নিবার্চন/পুনর্গঠন করার জন্য সচিব, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি জানান মামলাজনিত কারণে দীর্ঘদিন নির্বাচন করা সম্ভব হয়নি। এতে খেলাধুলার কার্যক্রম পরিচালনা ব্যাহত হচ্ছে। সচিব, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ এ বিষয়ে জেলা প্রশাসককে আশ্বস্ত করেন যে, মামলার বিষয়টি তাঁরা দেখবেন। আপাতত: একটি এডহক কমিটি গঠনের প্রস্তাব পাঠাতে অনুরোধ করেন। উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, পটুয়াখালী জানান তাঁর জেলায় অনুমোদিত পদ ১০২টি, ২৭টি পদ শূন্য রয়েছে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ২০টি পদের মধ্যে ৯টি পদ শূন্য। প্রশিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে। ঋণ আদায়ের হার ৯২.১৭% । এ বছর ১৪০৪ জন আত্মকর্মী সৃজনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।		

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
	মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে মামলাজনিত কারণে পদ শূন্য রয়েছে। তিনি আরও জানান অপ্রয়োজনীয় প্রেষণ বাতিল করা হবে। বর্তমান অর্থবছরের প্রশিক্ষণ বাজেট আগস্ট এর মধ্যে ছাড় হয়েছে বিধায় স্থান ও তারিখ উল্লেখপূর্বক প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে বছরের প্রারম্ভেই প্রশিক্ষণ শুরু করতে হবে। প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার অনুসরণ করলে সকলের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মনিটর করা সহজ হবে। আত্মকর্মী সৃজনের উপর গুরুত্ব দেয়ার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। তিনি যুব পুরস্কারের প্রস্তাব প্রেরণের ক্ষেত্রে কাগজপত্র যাচাইয়ের উপর গুরুত্বারোপ করেন। প্রশিক্ষণের জন্য ৭৪টি ট্রেড রয়েছে। স্থানীয় চাহিদার প্রেক্ষিতে ট্রেড নির্বাচন করে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। বিশেষ কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হলে তা জানানোর জন্য অনুরোধ করেন। যুগ্মসচিব জনাব মো: আজিজুল হক উপপরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে খেলাপী ঋণের পরিমাণ জানতে চাইলে উপপরিচালক জানান যে ৬২ লক্ষ টাকা ঋণ খেলাপী রয়েছে। তিনি এক্ষেত্রে ঘুর্ণায়মান ঋণ তহবিল ৫ কোটি টাকা এর তুলনায় খেলাপী ঋণ বেশী বিধায় এ বিষয়ে তৎপর হতে অনুরোধ করেন। জবাবে উপপরিচালক জানান তিনি এক্সসেল সিটের মাধ্যমে মনিটর করছেন বিধায় ভুল তথ্য দেয়ার সুযোগ নেই। মহাপরিচালক উপ-পরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানান ঋণ আদায়ে পটুয়াখালী জেলা জাতীয় আদায় হারের চেয়ে পিছনে রয়েছে। তিনি এক্ষেত্রে ঋণ আদায়ে সচেষ্ট থাকতে পরামর্শ প্রদান করেন। যুগ্মসচিব জনাব মো: ওমর ফারুক জেলা প্রশাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানান পটুয়াখালী জেলার বাউফল, দশমিনা ও গলাচিপা উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ চলছে। প্রতিটি মিটি স্টেডিয়াম নির্মাণে ৪০-৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে। তিনি মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজের গুণগত মান পরীক্ষা/পরিদর্শনের জন্য জেলা প্রশাসককে অনুরোধ করেন। সচিব, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ জেলা প্রশাসককে অবহিত করেন যে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ক্রীড়ার মানন্নোয়নের জন্য প্রতিটি উপজেলা ক্রীড়া সংস্থাকে ১ লক্ষ টাকা করে অনুদান প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের মাধ্যমে উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার কমিটি হালনাগাদ করে উক্ত অর্থের যথাযথ ব্যয় নির্বাহের নির্দেশনা প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসকের হস্তক্ষেপ কামনা করেন। জেলা প্রশাসক পটুয়াখালী ক্লাবের জন্য টেবিল টেনিস প্রদানে সভাপতির সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করলে পরিচালক ক্রীড়া পরিদপ্তর জানান তাঁর প্রতিষ্ঠান হতে চাহিদার ভিত্তিতে ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান করা হবে। তিনি টেবিল টেনিস ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদানের নিশ্চয়তা দেন। সমাপনী বক্তৃতায় সভাপতি জানান যে, ভিডিও কনফারেন্স এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে জেলা হতে কোন বিষয় থাকলে আমাদের নজরে আনা এবং আমাদের কৌশল, কার্যক্রম, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জেলা প্রশাসনকে অবগত করা। তিনি শূণ্য পদসমূহ দ্রুত পূরণের জন্য মহাপরিচালককে অনুরোধ করেন। প্রশিক্ষণের গুণগত মান ও ডাটাবেইজ প্রণয়নের উপর গুরুত্বারোপ করেন। কারণ ডাটাবেইজ থাকলে প্রশিক্ষক এবং প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে একটি যোগসূত্র তৈরী হবে এবং প্রয়োজনে যোগাযোগ করা সহজতর হবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে পটুয়াখালী জেলাধীন দশমিনা উপজেলার ৫টি প্রতিষ্ঠানকে ক্রীড়ার উন্নোয়নের জন্য আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু উক্ত অর্থ ৩০ জুন, ২০১৭ এর মধ্যে উত্তোলন করা হয়নি। বিষয়টি কার গাফিলতির কারণে হয়েছে তা জানানো জন্য অনুরোধ করেন। জবাবে জেলা প্রশাসক হিসাব রক্ষণ অফিসের গাফিলতির বিষয় উল্লেখ করলে সভাপতি হিসাব রক্ষণ কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তা জানাতে অনুরোধ করেন। তিনি আরও জানান মিনি স্টেডিয়াম একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বিধায় নির্মাণ কার্যক্রম মনিটরিং করা জরুরি। মিনি স্টেডিয়াম উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার নিয়ন্ত্রণে সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। এতে যুব সমাজ খেলামুখী হবে এবং সামাজিক অপরাধ হ্রাস পাবে। পরিশেষে ভিডিও কনফারেন্সে যোগ দিয়ে পটুয়াখালী জেলার যুব ও ক্রীড়া কার্যক্রমের সুবিধা-অসুবিধার বিষয়ে গঠনমূলক আলোচনা করার জন্য উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ভিডিও কনফারেন্সের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।		